বাবার ছবি

অরুণাচল দত্ত চৌধুরী

স্বপ্ন বলতে একটাই ছিল, মানুষ করবে ছেলে।
ভাবত, ছেলের লেখাপড়া হবে, নিজে আধপেটা খেলে!
সন্তান মানে এই বোকা আমি, মানুষ হইনি তত।
যদিও ডিগ্রি পেয়ে গেছি কিছু, সান্ত্বনা অন্তত!
এই কাহিনীর প্রথমটা শুরু সুদূর মফস্সলে।
প্রতি শনিবার বাড়ি ফেরে বাবা সপ্তাহ শেষ হলে।
প্রায় জাদুকর, ব্যাগের ভেতর থেকে বার করে দিত
সন্দেশ, বই, লাটাই, কলম। আমি উৎকণ্ঠিত,
জেগে থাকতাম। কড়া বাজলেই, খোকা বলে ডাক দিলে—
মনের ভুলেও প্রশ্ন করিনি, ''বাবা তুমি ভাল ছিলে''?
সোমবার চলে যাবার সময় জড়িয়ে বলত হেসে—
'তোকে ছেড়ে আমি কখনও যাব না আকাশে তারার দেশে।'

কিছুদিন পর পাশ করে যাব হায়ার সেকেন্ডারি।
মফস্সলের মেধাবী ছাত্র কলকাতা দেবে পাড়ি।
রাজনীতি, তাস, সাথে সিগারেট, সবটা শিখবে ছেলে।
দিন ও রাত্রি একাকার হবে শিবপুর হস্টেলে।
যোগাযোগ করা সহজ ছিল না, সুলভ ছিল না ফোন।
চিঠি দিতাম না। ভেবে নিত বাবা, পড়ছি সারাক্ষণ।
মাইনে যা পেত, তার অর্দ্ধেকই আমাকে পাঠিয়ে দিত।
মাইনে বেশী না, আমার বাবাটি কনিষ্ঠ কেরানি তো!
অবহেলা ভরা বাতাসে হারাত প্রিপেড টেলিগ্রাম।
রিপ্লাইকার্ড, উত্তর দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম।
এত উড়লেও ভবিষ্যতের ততটা ঘটে না ক্ষতি।
আজ উৎসব। সহপাঠিনীর পাওয়া গেছে সম্মতি।
জানিয়েছে মেয়ে, 'রাজি আছি প্রেমে যদি গড়ো কেরিয়ার।'
উজ্জ্বল ভিসা জোগাড় করতে ঘটল না দেরি আর।
সহপাঠিনীর সাথেই এখন সাত সাগরের পারে,
সন্তান নিয়ে টেক্সাসে আছি, সুখে ভরা সংসারে।
ফোনের মধ্যে বাবাকে বোঝাই, 'চলো ওল্ড এজ হোমে'
বাড়িতে একলা নিরাপদ নও।' বোঝে না সে কোনওক্রমে।
যতবলি, 'সব খরচ পাঠাব, ডাক্তার , নার্স, আয়া—'
বাবা বলে, 'খোকা এই উঠোনেই পড়ে আছে তোর ছায়া,
কানপাতলেই তোর গলা শুনি, এ বাড়ির প্রতি ইঁটে—'
শেষ অবধিও একরোখা বাবা, আঁকড়ে থাকল ভিটে।

আজ প্রতিবেশী ই-মেল পাঠিয়ে জানিয়েছে সংক্ষেপে—
তারাদের দেশে চলে গেছে বাবা, আগুন - ভেলায় চেপে।
শেষ প্রলাপেও আমার কথাই গিয়েছিল নাকি মিশে।
এইবার বাড়ি ছেড়ে যেতে কোনও আপত্তি করেনি সে।
আমার দু'চোখে এতদিনে নামে অগ্নিগিরির লাভা।
অ্যালবাম থেকে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে দেখছে বাবা।